তরুণীকে ধর্ষণ করে যুবক কারাগারে

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ভুক্তভোগী তরুণীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাঙ্গলকোট থানায় সেই তরুণী লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ বুধবার রাতে অভিযুক্ত ধর্ষক উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের আজিয়াপাড়া তেতৈয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মো. শাহিনকে (৩০) আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহিন গ্রামে মুদি মালের ব্যবসা করে। সম্প্রতি তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে পাশ্ববর্তী বাড়ির স্বামী পরিত্যক্তা ওই তরুণীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। মঙ্গলবার রাতে নির্জন স্থানে তাকে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। এসময় তরুণীর চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে ধর্ষক পালিয়ে যায়।

নাঙ্গলকোট থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ধর্ষিতা তরুণীর মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মিজানুর রহমান আজহারী ও তারেক মনোয়ারের ওয়াজ নিয়ে সংসদে উথাপন

“ঘরে ঘরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই না, একজন বলছে, এখন আর তীর ধনুকের যুগ না, এখন একে ফোরটি সেভেনের যুগ।

এটি প্রচ্ছন্ন নয়, প্রকাশ্যে হুমকি। এতে মনে হয়, জামায়াত-শিবির-রাজাকার তৎপর হয়ে গেছে।”

সম্প্রতি মিজানুর রহমান আজহারী ও তারেক মনোয়ার যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষ নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে এ ধরণের বক্তব্য দেওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদে।

বিষয়টি উত্থাপন করেছেন সংসদ সদস্য ও সাংবাদিক নেতা মো.শফিকুর রহমান। তার বক্তব্যের শেষে সভাপতির চেয়ারে বসা ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আসছে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে শফিকুর রহমান বিষয়টি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাজাকার ছিলেন। প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার হয়েছে, বিচারে তার শাস্তি হয়েছে। এখন কিছু লোক একজনের নাম মিজান আরেক জনের নাম মনোয়ার। তারা বলছেন ঘরে ঘরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই না, একজন বলছে, এখন আর তীর ধনুকের যুগ না, এখন একে ফোরটি সেভেনের যুগ। এটি প্রচ্ছন্ন নয়, প্রকাশ্যে হুমকি। এতে মনে হয়, জামায়াত-শিবির-রাজাকার তৎপর হয়ে গেছে।

শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত-শিবিরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়ে যায়, বিল্ডিং হয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধাদের নামের প্রতিষ্ঠান হয় না। আমার বুন্ধ শহীদ জাবেদের নামে হাইস্কুল আছে, সেই স্কুলে বিল্ডিং হয়নি।

জিয়াউর রহমানের শহীদ বিতর্ক নিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, জিয়া কোথায় যুদ্ধ করেছে? একটা জায়গা দেখাক। শুধু ষড়যন্ত্র করেছে মোস্তাকের নেতৃত্বে। শেষের দিকে মুজিবনগর সরকারের কাছে ষড়যন্ত্র ধরা পরলে মোস্তাককে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর জিয়াউর রহমানকে ইনঅ্যাকটিভ করে রেখেছিলেন, এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাস।

সূত্র: যুগান্তর

আরো পড়ুন:ঝিনাইদহে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তির ঘটনায়

স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায়

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন ২০১৬-১৭ প্রথম ব্যাচ ২০২০ এর বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জিএম প্রকৌশলী নূর মোহাম্মদ, এজিএম (এম এস) মো: ফরহাদ হোসেন,সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজুল বারী, শিক্ষক শেখ ফরিদ আহম্মেদ, ডিপার্টমেন্ট প্রধান নূরননবী, আব্দুল কাদের, মো:আলমগীর হোসেন,জীবন,আক্তারুজামান,মোনারুল ইসলাম, নিবাশ চন্দ্র দাশ, মীর মোক্তার হোসেন, রাশেদুর জাম্মান, জাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সকল ছাত্র-ছাত্রী কে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেপ্র/ইএম

ঝিনাইদহে ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে জাতীয় নজরুল সম্মেলন

ঝিনাইদহে আগামী ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলন। গতকাল সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এ তথ্য জানান।

‘নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষন, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ জানুয়ারি সকালে র্যালী ও আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

৩ দিন ব্যাপী এ সম্মেলনে আলোচনা সভা, সংগীত পরিবেশনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ছাড়াও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রবিউল ইসলাম ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

ঝিনাইদহে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তির ঘটনায় স্কুল শিক্ষক আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তিমূলক পোষ্ট করার ঘটনায় পিন্টু কুমার মজুমদার নামের এক স্কুল শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

সে উপজেলার রঘুনন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কুমিড়াদহ গ্রামের চন্ডি প্রশাদ মজুমদারের ছেলে।
জানা যায়, গত বুধবার সকালে নিজের ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সম্প্রদায় নিয়ে ধর্মীয় উষ্কানীমূলক স্টাটাস দেয় পিন্টু কুমার মজুমদার।

পরে বিষয়টি জানাজানি হবার পর রাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা ওই বাড়িটিতে হামলা চালায়। তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

শৈলকুপা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম জানান, বিষয়টি জানার পর কুমিড়াদহ গ্রাম থেকে ওই শিক্ষক পিন্টু কুমার মজুমদারকে আটক করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি আরো জানান, বর্তমানে ওই এলাকায় পুলিশ, সরকার দলীয় নেতাকর্মী, ছাত্রলীগ ও স্থানীয় গন্যমান্য বক্তিবর্গ উপস্থিত রয়েছে। এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে লোন দেওয়ার নাম করে তিন লক্ষা টাকা নিয়ে লাপাত্তা একটি এনজিও

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশবাড়ি আদর্শ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে প্রতারণা। চাকুরি দেবার নামে অর্থবানিজ্য। গ্রাহকদের টাকা নিয়ে লাপাত্তা সংস্থার মালিক। দরিদ্র ব্যাক্তিদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলনে নিয়োজিত মাঠকর্মীরা দিশেহারা। আত্নগোপনে শাখা ব্যাবস্থাপক। স্বাক্ষরিত সাদা

স্ট্যাম্প নিয়ে মাঠকর্মীদের দেখে নেবার হুমকি অব্যহত মালিক পক্ষের।

জানাগেছে, পালাশ বাড়ি আদর্শ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমতিরি নামে একটি এনজিও সংস্থা (যার গভঃ রেজিঃ নং-০০৫৩৪) । সরকারি কোন প্রকার অনুমোতি বা অনুমোদন না নিয়েই গাংনী পৌর এলাকায় চৌগাছায় একটি পরিত্যাক্ত ঘর ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে গ্রাহক সংগ্রহ শুরু করেন।

মাঠ পর্যায়ে কাজ করার লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৯ জন মাঠ কর্মী ও একজন শাখা ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেয়া হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের আকর্ষণীয় বেতনের লোভ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে নেয়া হয় ৫০ টাকা মুল্যের স্বাক্ষরিত একটি সাদা ষ্ট্যাম্প ও দশ হাজার টাকা জামানত। কয়েক জনকে নিয়োগ দেয়া হয় নামে মাত্র। অধিকাংশই আজো নিয়োগ পত্র হাতে পাইনি বলে জানিয়েছেন মাঠকর্মীরা।

নিয়োগ পত্র না দেয়া হলেও সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী একমাস আগে থেকেই শুরু হয় গ্রাহক সংগ্রহের কাজ। মাঠকর্মীরা স্বল্প সুদে ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সদস্য ভর্তি শুরু করেন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৬১ জন।

এই ১৬১ জনের কাছ থেকে ভর্তি ফিস বাবদ ৩০ টাকা, অফিস চার্জ ২০ টাকা, পাশবই বাবদ ২০ টাকা জমা নেয়া হয়। ঋণ দেবার কথা বলে ভর্তিকৃত সদস্যদের কাছ সেভিং চার্জ হিসেবে জমা নেয়া হয় ১০ হাজার টাকায় ১ হাজার টাকা। মাঠকর্মীরা তাদের উত্তোলনকৃত টাকা ম্যানেজার মাসুদ রানা’র কাছে জমা দিতেন প্রতিদিন। এভাবে গাংনীর বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা আদায় করেন মাঠকর্মীরা।

মাঠকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, একমাস যাবত সদস্যদের মাঝে ঋণ দেবার কথা থকলেও সংস্থা কাউকে ঋণ দেয়নি। সদস্যদের কাছ থেকে শুধু টাকা নিয়েই চলেছেন। এ নিয়ে মাঠকর্মীদের মধ্যে সন্দেহের সৃস্টি হয়। ম্যানেজার মাসুদ রানার সাথে শুরু হয় মাঠকর্মীদের বাকবিতন্ডা।

বিষয়টি জানাজানি হলে চৌগাছাস্থ অফিসে গিয়ে দেখা গেছে ভুতুড়ে পরিবেশে ভগ্ন জরাজীর্ণ একটি ঘরে সাইনবোর্ড সর্বোস্ব একটি অফিস। তিনটি টেবিল আর কয়েকটি চেয়ার বসিয়ে সাজানো হয়েছে অফিসের ভিতর। অফিস দেখে মনেই হবেনা এখানে কেউ বসবাস করেন কিংবা অফিস করেছেন।

তবুও বসে রয়েছেন আরফিনা খাতুন, জুলেখা খাতুন ও লিজন নামের তিন মাঠকর্মী। কথা হয় তাদের সাথে। তারা জানান, আমাদের কাউকে আজো নিয়োগ পত্র দেয়নি পলাশবাড়ি সমবায় সমিতি লিমিটেড। বিভিন্ন গ্রাম থেকে টাকা সংগ্র করে তারা ম্যানেজারের কাছে প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন জমা রাখেন। সংস্থার মালিক জাহিদ হাসান নামের এক ব্যাক্তি আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শুরু করার তাগিদ দিয়েছেন। আমাদের সাথে আর দেখা হয়নি সংস্থার মালিক জাহিদ হাসানের। মালিকের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও কথা হয় ম্যানেজার মাসুদ রানার ।

সমবায় র্কতৃক রেজিষ্ট্রেশনের কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে জ কাগজ পত্র নেই বলে জানিয়েছেন সংস্থার ম্যানেজার মাসুদ রানা। তবে কাগজপত্র প্রক্রিয়াধীন বলে দাবী করা হয়। মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম শুরু করতে হলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আছে কিনা তা জানতে চাইলে তা নেই ভুইফোড় এ সংস্থার। সম্পূর্ণ ভুয়ার ওপর চলছে তাদের কার্যক্রম।

মাসুদ রানার সাথে সংস্থার বৈধ্যতার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে সে থেকেই অত্নগোপনে রয়েছেন ম্যানেজার মাসুদ রানা। তবে তার সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি পলাশবাড়ি সমবায় সমিতির মালিক জাহিদ হাসনকে চেনেন না বলে জানিয়েছেন।

মাসুদ রানা জানায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি চাকুরি নিয়েছেন। তিনি এখন নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বলে জানান। ম্যানেজার থেকে শুরু করে স্টাফদের কেউ মালিক জাহিদ হাসানের পরিচয় জানেন না। তবে তাদের কাছে জাহিদ হাসান কখনো কুষ্ঠিয়া, কখনো খলিশাকুন্ডি আবার কখনো মেহেরপুরের ছেলে বলে নিজেকে জাহির করতেন। সর্বশেষ তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের বলে একটি সুত্র জানিয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন মালেশিয়া ছিলেন। প্রবাস খেটে দেশে ফিরে এনজিও’র ব্যাবসা করার পরিকল্পনা করে মানুষকে প্রতারিত করে চলেছেন।

বিষয়টি এলকায় জানাজানি হলে গত মঙ্গলবার মাঠকর্মীরা ম্যানেজার মাসুদ রানার মোটরসাইকেল ও সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত কিছু টাকা জব্দ করে অফিস ঘর মালিকের হাতে জমা রাখেন। পরে ঘর মালিক গাংনী থানা পুলিশ আটকৃত মোটরসাইকেল ও টাকা পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। জাহিদ হাসান মাঠকর্মীদের দেয়া স্বাক্ষরিত সাদা স্ট্যাম্প দিয়ে দেখে নেবার হুমকি দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মাঠকর্মীরা।

গত মঙ্গলবার পর্যন্ত জাহিদ হাসান তার সংস্থার মাঠকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করলেও বুধবার থেকে তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ রেখেছেন। জাহিদ হাসানের সাথে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে। ফলে বক্তব্য লেখা হয়নি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মোটরসাইকেল ও টাকা পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তবে শুক্রবার সংস্থার মালিক এখানে আসবেন। তবে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরদ দিতে হবে।

গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জানিয়েছেন উক্ত রেজি নাম্বারে গাংনী উপজেলায় কোন সমবায় সমিতিকে রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হয়নি। যে রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার সাইনবোর্ডে ব্যাবহার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নিলে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন হবে।

এনজিও ফোরামের সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, এরা এক ধরনের প্রতারক। এরা এলাকার দরিদ্র মানুষকে বোকাবানিয়ে শোষণ করে পালিয়ে যায়। এদের বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়া দরকার। সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহাম্মেদ জানান, প্রায় একমাস ধরে যারা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছেন মানুষকে খোজ খবর নিয়ে মাঠ-পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে কাজ করতে হতো। এরা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেবার একটি চক্র। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া দরকার। না হলে এখান থেকে পালিয়ে অন্যদের প্রতারিত করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, পলাশবাড়ি সমবায় সমিতি নামের কোন সংস্থা গাংনীতে আছে বলে আমার জানা নেই। কেউ আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেনি।
মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুর বাকাসস কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনের দাবিতে

কর্মবিরতি অব্যহত

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের (গ্রেড ১৩-১৬)পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনের দাবিতে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি বাকাসস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৫ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। বাকাসপের মেহেরপুর জেলার নেতা মিজানুর রহমান নিজাম, আফতাব আলী খান, মাসুদ রানা তৌহিদুল ইসলাম, আজগর আলী সহঅন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে মোটর সাইকেলের ধাক্কায় রুহুল কুদ্দুস (৫৫) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন।

বুধবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুহুল কুদ্দুস উপজেলার আমদহ গ্রামের রুপচাঁদ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় রুহুল কুদ্দুস আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সামনের একটি দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগামী একটি মোটর সাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে রুহুল কুদ্দুস রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় গুরতর আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে হতদরিদ্রদের ঘর বিত্তবানদের বরাতে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব গ্রামের বিভিন্ন বিত্তবানদেরকে টাকার বিনিময়ে হতদরিদ্রের ঘর করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তাছাড়াও কর্মসৃজন প্রকল্পেও অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছে এলাকার ভুক্তোভোগি দরিদ্র শ্রেনীর লোকজন।

এ নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো: ওসমান গনি একাধিকবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ ছাড়াও মাসিক আইন শৃংখলা মিটিং বিষয়টি তুলে ধরলেও এ বিষয়ে এখনও কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি।

জানা যায়, হতদরিদ্রদের যাদের জমি আছে কিন্তু ঘর নাই বা ঘর করার সামর্থ্য নাই তাদের জন্য সরকার ঘর বরাদ্দ করেছেন। এই প্রকল্পের আওয়তায় গাড়াডোব গ্রামের মেম্বর ও বিএনপি নেতা ফিরোজ অর্থ ও স্বজন প্রীতির মাধ্যমে হতদরিদ্রদের বঞ্চিত করে বিত্তবান ও তার আত্মীয়দের পাইয়ে দিয়েছেন।

গাড়াডোব গ্রামের বিত্তশালী মৃত আবুল হোসেনের ছেলে ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলাম যার ঐ গ্রামে তেল ও সারের দোকান সহ নিজেস্ব ট্রাক্টর রয়েছে জমিও রয়েছে নিজের নামে। এলাকায় সে বিত্তবান হিসেবে পরিচিত। তার নামে হতদরিদ্রের ঘর বরাদ্দ হওয়ায় এলাকাবাসি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ঐ গ্রামের মাঠপাড়ার আলমের ছেলে আলমগীরকে ঘর দেওয়া হয়েছে। আলমগীরের নিজেস্ব ট্রাক্টর ছিল। তদরিদ্রের ঘর নিজের নামে নেওয়ার জন্য আগে থেকেই ট্রাক্টর বিক্রয় করে দিয়েছেন। অথচ তার বাবা-মা এর নামেও এর আগে বয়স্কভাতা সহ সৌর বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তারা বিএনপি করে বলে রাজনৈতীক বিবেচনা করে বিএনপি নেতা চেয়ারম্যন আখেরুজ্জামান তাকে হতদরিদ্রের ঘর দিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

ফিরোজ মেম্বরের চাচাতো ভাই আবুল হোসেন ঐ মহল্লার প্রধান মাতব্বর সে বেশ স্বচ্ছল তাকেও হতদরিদ্রদের ঘর বরাদ্দ দিয়েছে

চেয়ারম্যান ও মেম্বর। এখানে স্বজন প্রীতি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এছাড়াও ফিরোজ মেম্বরের ভাইরাভাই বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল রউফের ছেলে মাহাতাবকে হতদরিদ্রের আওতায় নাম দিয়ে ঘর বরাদ্দ দেওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, তাদের যে বাড়ি আছে তার গেটের দামে ঐরকম বাড়ি হয়ে যাবে। তাছাড়াও মাহাতাবের দু ভাই সিংগাপুরে থাকে।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান একজন বিএনপি নেতা বলেই প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার যে উদ্দেশ্য তা কখনও সফল হতে দেবেনা বলেই ঘোষণা দিয়ে তারা হতদরিদ্রদের বরাদ্দকৃত ঘর বিএনপি সমর্থিত এবং নাশকতার মামলার আসামীদেরকে অর্থের বিনিময়ে বিত্তবানদের দিয়ে শেখ হাসিনার স্বপ্নকে ধুলিস্যাত করছেন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ওসমান গনি।

তিনি বলেন গাড়াডোব জলিবিল পাড়ার বিএনপি নেতা স্বপনের নামে বন্ধু চুলার ডিলারশিপ রয়েছে এছাড়াও নিজেস্ব টিভিএস আরটিআর গাড়ি রয়েছে সে কিভাবে হতদরিদ্রদের ঘর পাই।

এছাড়াও কর্মসৃজনে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। তারা জানান কর্মসৃজনে মেম্বর ফিরোজুল ইসলাম ও চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মিলে লুটপাট করে খাচ্ছে। যেখানে ৬০ জন শ্রমীক লাগে সেখানে তারা দুজন মিলে ৩৫ জন শ্রমীক দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তাছাড়া ৪০ দিনের কাজ ৩৫ দিনে শেষ করারও নজির তাদের রয়েছে। ৪০ দিনের কাজ ৩৫ দিনে করলেও তারা ৪০ দিনের কাজের বিল উত্তোলন করে বাকি টাকা আত্মসাত করে থাকে।

আওয়ামী লীগ নেতা ওসমান গনি বলেন, এ ধরণের অনিয়ম তারা এর আগেও করেছে এখনও করছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে তারা দুজন মিলে আজীবন অনিয়ম দূর্নীতি করে যাবে।

কর্মসৃজন প্রকল্পে সরকারি চাকুরিজীবীও, চৌকিদার সহ নিজেস্ব ক্যাডার বাহিনীর নাম দিয়ে কর্মসৃজনের টাকা আত্মসাত করে আসছে। এসকল অনিয়মের কথা এর আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের কাছে জানিয়েছেন বলে ওসমান গনি সাংবাদিকদের জানান। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান তাদেরকে এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আশ্বস্ত করেছেন

বলে জানান ওসমান গনি।

এদিকে গাড়াডোব গ্রামবাসিদের একাংশ উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেকের সাথে দেখা করে এ ধরনের অনিয়ম ও আত্মসাতের বিষয়ে জানান।

উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক তাদের আস্বস্ত করেন এবং অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত করে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

মেপ্র/ইএম

গাংনীর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়াতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি আনিচুর জামান লুইচের বিরুদ্ধে নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। তার এই নিয়োগ বানিজ্য ও দূনীতির কবল থেকে বিদ্যালয়টিকে বাচানোর জন্য উপজেলা নিবাহী অফিসারের নিকট দূূনীতির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করলেন প্রধান শিক্ষক।

গত মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর এ অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক মোছা: নাজমুন্নাহার (মুক্ত)।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আনিসুজামান লুইচ, বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন এবং নিয়োগের কোন কাগজপত্র সঠিকভাবে যাছাই-বাছাই করছে না। সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রধান শিক্ষককে কোন প্রকার না জানিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল হলেই একজন করে নতুন শিক্ষকের আগমন ঘটে।

যা খুবই বির্বতকর।

তাছাড়া বিদ্যালয়ের আয়-ব্যায়ের কোন হিসেব দেয়না। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি রেজুলেশন খাতা বাড়ি নিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ের হাজিরা স্বাক্ষরও তিনি নিয়ে রেখেছেন কোন শিক্ষকের হাজিরা খাতাও নেই। নিজের ইচ্ছামত বিদ্যালয়টি নিয়ে খেলছে, এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু উনার সে বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার জন্য একটি গাড়ী ক্রয় করার জন্য টাকা তুলা হলেও সে টাকা গায়েব। তাহলে কি হচ্ছে বিষয়টি বুজতে না পেরে গত কয়েকদিন আগে আমি প্রধান শিক্ষক হিসেবে চিঠি দিয়ে বিদ্যালয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভায় মিটিং কল করি। কিন্ত তারা অজানা কারণে কেউ হাজির হলেন না। তাদের ফোনেও যোগাযোগ করে কোন প্রকার ব্যবস্থা হল না।

ফলে বাধ্য হয়ে আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবার অভিযোগ করি। এবং সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বাবার দেওয়া জমিতে বিদ্যালয়টি হচ্ছে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না করে জমি রেজিষ্ট্রি করে দিতেও চাপ দিচ্ছে। বিষয়টি গ্রাম-বাসীর সাথে আলোচনা শেষে আমরা তালা মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এদিকে সহকারী শিক্ষক শারমীন জানান, তাকে প্রথমে দুই লক্ষ টাকা নিয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে আবারো সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আরো এক লক্ষ টাকা জরুরীভাবে দিতে বলে। তিনি অভিযোগ করেন পরে একজনের নিকট ৮ লক্ষ টাকা নিয়ে তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও জানেনা। কিভাবে নিয়োগ হল, কোথায় থেকে নিয়োগ হল কেউই জানেনা। তাই নিয়োগ-বানিজ্যে অতিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগ করছেন বলে জানান।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ আনিসুজ্জামান (লুইস) সাথে যোগাযোগ করলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান আমি ঢাকায় আছি গাংনী আসার পরে কথা হবে সংবাদটি না লেখার জন্য বার বার অনুরোধ করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের নিকট একটি অভিযোগ করা হয়েছে বিদ্যালয় কতিপক্ষের নিকট থেকে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে তদন্তের

জন্য শিক্ষা অফিসারের উপর দায়িত্ব দিয়েছি।

মেপ্র/ইএম